42

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

# পাবলিক পরীক্ষাঃ প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্যতা

অন্তুর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়নি। অথচ সে কোথায় পড়বে তা ঠিক হয়ে গেছে। অন্তুর বাবা-মায়ের ইচ্ছে সে অন্য দেশে পড়তে যাক। পাশের দেশ ভারতে হলেও কোন অসুবিধা নেই। বিদেশ বলেই কথা। শিক্ষাঙ্গনে অশান্ত পরিস্থিতি। কখন খোলা কখন বন্ধ থাকে তার নিশ্চয়তা নেই। সম্প্রতি শুরু হয়েছে ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি। ভর্তি পরীক্ষায় বসে ভর্তি হওয়ার নিয়ম চলে আসছিলো। সম্প্রতি নতুন নিয়ম জারি হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার কথা উঠছে। পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে। হঠাৎ কেন এই নতুন নিয়ম? কারও কারও ধারণা, একশ্রেণীর কোচিং সেন্টারের বাড়াবাড়ি এর জন্য দায়ী। ঠেকাও কোচিং সেন্টার! কিন্তু স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয় কিনা, কেন ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিংমুখী হচ্ছে এইসব ভাবার কারও সময় নেই। সরকারের নতুন ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি। পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি এই নতুন নিয়ম মানার আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই আহ্বানে মোটেই সাড়া দেয়নি। বরং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের নতুন নিয়মের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে যে, পাবলিক পরীক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা আদৌ সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা। এর প্রতি আস্থা আছে কিনা? প্রশ্ন উঠেছে পাবলিক পরীক্ষার ধরন নিয়ে। শহর এবং গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা এক নয়। বিগত বছরগুলোতে এমন ঘটনাও ঘটেছে ঃ পরীক্ষায় নকলের দাবীতে মিছিল হয়েছে। সরকারী অফিস-আদালত ভাঙ্গচুর হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বস্তা ভর্তি নকল উদ্ধারের সচিত্র সংবাদও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

**পাবলিক পরীক্ষার নম্বর গুরুত্ব পাওয়ার আগে এই পরীক্ষার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো প্রয়োজন। নম্বরই যদি হয় মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন তাহলে ৪ বোর্ডের পরীক্ষা ব্যবস্থা সমন্বয় করা অত্যন্ত জরুরী।**

ফলে অধিক নম্বর পাওয়া গ্রামের একজন ছাত্রের সাথে শহরের কম নম্বর পাওয়া ছাত্রের অনেক তফাৎ। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে প্রায়শই বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় দেখা গেছে স্টার মার্ক অথবা মেধা অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা সাধারণ প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর অনেক পার্থক্য। বোর্ডে মেধা স্থানকারী অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করে না। বিগত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ অনার্স শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় মেধা স্থান অধিকারী কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর অবস্থান ছিল খুবই করুণ। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় অনেকের অবস্থান ছিল একশজনের নীচে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, পাবলিক পরীক্ষার নম্বর অবশ্যই গুরুত্ব পাবার অধিকার রাখে। কিন্তু এই নম্বর যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্জিত হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। পরীক্ষায় নকল করে অধিক নম্বর নিয়ে একজন ছাত্র কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মান দিনে দিনে কোথায় দাঁড়াবে তা ভাবতে হবে। দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্ন। মেধা তালিকায় প্রথমস্থান অধিকারী ৪ বোর্ডের ৪জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রেও কোন সমন্বয় থাকে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার সুযোগ বেশী। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে অধিক নম্বর তোলা সহজ। বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট হতে পাস করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর এবং সাধারণ কলেজ থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর কখনই এক মাপের হয় না।

পাবলিক পরীক্ষার নম্বর গুরুত্ব পাওয়ার আগে এই পরীক্ষার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো প্রয়োজন। নম্বরই যদি হয় মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন তাহলে ৪ বোর্ডের পরীক্ষা ব্যবস্থা সমন্বয় করা অত্যন্ত জরুরী। পাশাপাশি দরকার নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ। কথা উঠেছে অনেক স্কুল, কলেজে ঠিকমত পড়াশুনা হয় না। বাড়ির পাশের কলেজ রেখে অনেকেই ছোটেন দূরের কলেজে। অনেকের কাছে বাড়ির পাশের স্কুল মোটেই গুরুত্ব পায় না। ঘরের ছেলে-মেয়েকে ঘরে রাখতে হলে বাড়ির পাশের এবং দূরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে।

সবশেষে একটি কথা, পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজসমূহে ভর্তির নির্দেশ দেওয়ার পরও অনেক কলেজ এই নির্দেশ মান্য করেনি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে। শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির টেনশন। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন্ নিয়ম মানা হবে? নতুন না পুরাতন? এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় ছাত্র-ছাত্রীরা।

❑ রেজানুর রহমান